মনুমুকুর

] প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মরহুম আখলাকুর রহমান [

জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর ছাতক, সুনামগঞ্জ।

মনসুর

] প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মরহুম আফসারুর রহমান [

জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর ছাতক, সুনামগঞ্জ।

শোকসভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন কমিটি

উপদেষ্টা পরিষদ :

প্রধান উপদেষ্টা : জনাব আবেদা আফসারী
উপজেলা নির্বাহী অফিসার ছাতক ও সভাপতি, গভর্নিং বডি, জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর।

উপদেষ্টাবৃন্দ : জনাব পবিত্র কুরমার দেব
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), জনতা মহাবিদ্যালয়।
জনাব ফেরদৌস আলী, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, গভর্নিং বডি, জনতা মহাবিদ্যালয়।
জনাব মো. শায়েস্তা মিয়া, বিদ্যোৎসাহী সদস্য, গভর্নিং বডি, জনতা মহাবিদ্যালয়।
জনাব মুহিতুল বারী রহমান, দাতা সদস্য, গভর্নিং বডি, জনতা মহাবিদ্যালয়।
জনাব ব্যারিস্টার এ.এস.এম আব্দুর রাজ্জাক
বিদ্যোৎসাহী সদস্য, গভর্নিং বডি, জনতা মহাবিদ্যালয়।
জনাব ডা. শাহেদুল হাসান, বিদ্যোৎসাহী সদস্য, গভর্নিং বডি, জনতা মহাবিদ্যালয়।
জনাব মো. মখলিছুর রহমান, অভিভাবক সদস্য, গভর্নিং বডি, জনতা মহাবিদ্যালয়।
জনাব মো. আজাদ রব্বানী, অভিভাবক সদস্য, গভর্নিং বডি, জনতা মহাবিদ্যালয়।

কার্যকরী পরিষদ :

আহ্বায়ক : জনাব হেলাল আহমদ চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক (বাঙলা)।

সদস্যবৃন্দ : জনাব মো. রফিকুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক (দর্শন)।
জনাব মো. শিলুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক (সমাজ বিজ্ঞান)।
জনাব মো. ফয়ছল আহমদ, সহকারী অধ্যাপক (হিসাব বিজ্ঞান)।
জনাব মো. আব্দুল হামিদ, সহকারী অধ্যাপক (অর্থনীতি)।
জনাব রুহুল করিম শিবলু, প্রভাষক (ইংরেজি)।
জনাব মো. জসিম উদ্দিন, প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)।
জনাব মো. হাবিবুর রহমান, প্রদর্শক (আইসিটি)

সার্বিক তত্ত্বাবধানে:

জনাব মো. সাদেকুর রহমান খান, সহকারী অধ্যাপক (ইতিহাস)।
জনাব অখিল চন্দ্র পাল, সহকারী অধ্যাপক (গণিত)।
জনাব মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান, প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)।
জনাব মো. আনোয়ার হোসেন, প্রভাষক (উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন)।
জনাব জি.এম রাশিদুল আলম, প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)।
জনাব ফাতেমা বেগম, প্রভাষক (ইংরেজি)।
জনাব মো. খায়রুজ্জামান হাওলাদার, (শরীরচর্চা শিক্ষক)।

সার্বিক সহযোগিতায় :
জনাব মো. আমজাদ আলী, অফিস সহকারী।
জনাব মো. আব্দুল মতিন, অফিস সহকারী।
জনাব মো. আব্দুল কাহার, অফিস সহকারী।
আমিনুর রহমান, অফিস সহায়ক।
মো. আজম আলী, অফিস সহায়ক।
কাজল ধর, নৈশ প্রহরী।
তুলসি রাণী ধর, আয়া।

স্মরণিকা প্রকাশনা কমিটি
উপদেষ্টা : জনাব পবিত্র কুমার দেব
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), জনতা মহাবিদ্যালয়।
সম্পাদক : জনাব হেলাল আহমদ চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক।
সম্পাদনা সহযোগী : জনাব মো. রফিকুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক।
জনাব মো. শিলুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক।
জনাব মো. ফয়ছল আহমদ, সহকারী অধ্যাপক।
জনাব মো. আব্দুল হামিদ, সহকারী অধ্যাপক।
জনাব রুহুল করিম শিবলু, প্রভাষক।
জনাব মো. জসিম উদ্দিন, প্রভাষক।
জনাব মো. হাবিবুর রহমান, প্রদর্শক (আইসিটি)

সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শদানে :
জনাব স্বপন কুমার দাস, সহকারী অধ্যাপক (পদার্থ বিজ্ঞান)।
জনাব সুজিত কুমার দেব, সহকারী অধ্যাপক (আইসিটি)
জনাব উৎপল পুরকায়স্থ, প্রভাষক (ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা)
জনাব অমল চন্দ্র রায়, প্রভাষক (রসায়ন)।
জনাব পরিমল কান্তি দাশ প্রদর্শক (জীববিজ্ঞান)

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : হেলাল আহমদ চৌধুরী

গ্রাফিক্স ডিজাইন : আনিছ আহমদ

মুদ্রণ : মঈন কম্পিউটার প্রিন্টার্স
রাজাম্যানশন, জিন্দাবাজার, সিলেট।
মোবাঃ ০১৭১২-৫০৫২৩৬।
E-mail: moinulhaque6797@gmail.com

CamScanner

জয় বাংলা

বাণী

জয় বঙ্গবন্ধু

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুরের সাথে আমি সম্পৃক্ত। সেই সুবাদে কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আখলাকুর রহমানের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ট সম্পর্ক। জনতা কলেজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বিভিন্ন সময় তিনি আমার কাছে আসতেন। আমি আমার কলেজ মনে করে এর উন্নয়নের জন্য যথাসাধ্য আন্তরিক চেষ্টা করেছি।

বিগত ০৪.০৬.২০১৯ খ্রি. অনেকটা আকস্মিকভাবে খবর পাই যে, অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমান আর আমাদের মাঝে নেই। খবরটি শুনে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। তারপরও বিশ্বাস করতে হয়েছে; কারণ "জন্মিলে মরিতে হয়"-এ চিরন্তন বাণী কে খণ্ডায়!

মরহুম আখলাকুর রহমান একজন সদালাপী, বিনয়ী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং প্রতিভাবান মানুষ ছিলেন। তিনি আমার খুবই কাছের মানুষ ও রাজনৈতিক সহযোদ্ধা ছিলেন।

আমি অধ্যক্ষ মরহুম আখলাকুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং সাথে সাথে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সবশেষে স্মরণিকা প্রকাশনা পর্ষদকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মুহিবুর রহমান মানিক
সংসদসদস্য, সুনামগঞ্জ-০৫
ছাতক-দোয়ারা নির্বাচনী এলাকা।

CamScanner

জয় বাংলা

বাণী

জয় বঙ্গবন্ধু

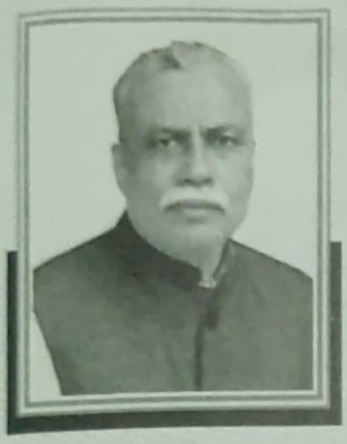

সুনামগঞ্জ জেলাধীন ছাতক উপজেলার মঈনপুর গ্রামে সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে অবস্থিত জনতা মহাবিদ্যালয়ের সদ্যপ্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ জনাব আখলাকুর রহমান স্মরণে জনতা মহাবিদ্যালয় প্রকাশনাপর্ষদ একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। উক্ত প্রকাশনাকে আন্তরিক অভিনন্দন। অধ্যক্ষ মরহুম আখলাকুর রহমানের সাথে আমার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। মরহুম আখলাকুর রহমান একজন আপোষহীন কর্মী ও দক্ষ সংগঠক ছিলেন। সিলেট বিভাগ আন্দোলনে তাঁর অবিসংবাদী ভূমিকা অনস্বীকার্য। লেখালেখির ব্যাপারে তিনি ছিলেন প্রাজ্ঞ লেখক। তাঁর মৃত্যুতে বৃহত্তর ছাতকসহ সিলেট বিভাগ নিঃসন্দেহে একজন কর্মী, লেখক, সংগঠক এবং শিক্ষাবিদকে হারালো।

আমি তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের শান্তি কামনা করছি।

মো. ফজলুর রহমান
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ছাতক।

জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ নিবাসী সদ্যপ্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ জনাব আখলাকুর রহমান স্মরণে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে। আমি উক্ত প্রকাশনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

অধ্যক্ষ মরহুম জনাব আখলাকু রহমান মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে আমার কার্যালয়ে আসেন এবং তাঁর প্রকাশিত ০৪টি গ্রন্থ ছাতক উপজেলা পরিষদের জন্য সৌজন্য কপি হিসেবে দিয়ে যান।

তাঁর সঙ্গে তাৎক্ষণিক আলাপে বুঝতে পারি মরহুম আখলাকুর রহমান একজন সদালাপী, অমায়িক ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব।

আমি মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। সাথে সাথে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

আবেদা আফসারী
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও সভাপতি, গভর্নিং বডি জনতা মহাবিদ্যালয়।

বাণী

সুনামগঞ্জ জেলাধীন ছাতক উপজেলার অন্তর্গত মঈনপুর গ্রামে সম্পূর্ণ গ্রামীণ নিরিবিলি পরিবেশে অবস্থিত জনতা মহাবিদ্যালয়ের সদ্যপ্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ জনাব আখলাকুর রহমান স্মরণে জনতা মহাবিদ্যালয় প্রকাশনাপর্ষদ একটি স্মারক সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। উক্ত প্রকাশনাকে সাধুবাদ জানাই। অধ্যক্ষ মরহুম আখলাকুর রহমান ছিলেন আমাদের দীর্ঘদিনের শুভাকাঙ্ক্ষী। জনতা মহাবিদ্যালয়টি ছিল তাঁর প্রাণের স্পন্দন। সুদূর প্রবাসে থেকেও সার্বক্ষণিক কলেজের খোঁজখবর রাখতেন। তাঁর মৃত্যুতে জনতা মহাবিদ্যালয়ের যে ক্ষতি হয়েছে তা কোনোদিন পূরণ হবার নয়।

আমি তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারে প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

পবিত্র কুরমার দেব
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), জনতা মহাবিদ্যালয়।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ ছাতকের উচ্চ বিদ্যাপীঠ জনতা মহাবিদ্যালয়ের সদ্যপ্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ জনাব আখলাকুর রহমান স্মরণে জনতা মহাবিদ্যালয় প্রকাশনাপর্ষদ একটি স্মারক প্রকাশ করতে যাচ্ছে। উক্ত প্রকাশনাকে শুভেচ্ছাসহ অভিনন্দন।

অধ্যক্ষ মরহুম আখলাকুর রহমান ঐতিহ্যবাহী মঈনপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম-সর্ম্পকে তিনি আমার চাচা ছিলেন। দক্ষিণ ছাতক উপজেলা বাস্তবায়ন ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তিনি আমার সহযোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর অফুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার হতে আমাদেরকে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন। তাঁর অবর্তমানে মঈনপুর তথা দক্ষিণ ছাতকে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ হবার নয়।

আমি তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁর শোকাহত পরিবারকে যেন এই শোক সহ্য করার ক্ষমতা দান করেন- এই প্রার্থনা করছি।

জনাব শায়েস্তা মিয়া
চেয়ারম্যান, দোলার বাজার ইউনিয়ন পরিষদ ও বিদ্যোৎসাহী সদস্য, গভর্নিং বডি, জনতা মহাবিদ্যালয়।

বাণী

সুনামগঞ্জ জেলাস্থ ছাতক উপজেলার ঐতিহ্যবাহী মঈনপুর গ্রামে অবস্থিত জনতা মহাবিদ্যালয়ের সদ্যপ্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ জনাব আখলাকুর রহমান স্মরণে জনতা মহাবিদ্যালয় প্রকাশনাপর্ষদ একটি স্মারক সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। উক্ত প্রকাশনাকে প্রাণঢালা অভিনন্দন।

অধ্যক্ষ মরহুম আখলাকুর রহমান আমাকে তাঁর বড়ো ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন এবং আমিও তাঁকে স্নেহ করতাম। কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আমার সহযোদ্ধা। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে জনতা মহাবিদ্যালয়কে এ পর্যায়ে নিয়ে আসতে তাঁর অবদান অতুলনীয়।

আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

মো. ফেরদৌস আলী
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
গভর্নিং বডি, জনতা মহাবিদ্যালয়।

সদ্যপ্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমান স্মরণে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হওয়ায় স্মারক প্রকাশনা পর্ষদকে অভিনন্দন। মরহুম অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমান আমার স্বজন ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং ব্যক্তিত্বপ্রবণ এই সুধীজন একাধারে ছিলেন কবি, প্রাবন্ধিক এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ।

এই সুধীজনের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা আজ শোকাহত। বলাবাহুল্য, বাতিঘর খ্যাত উচ্চবিদ্যাপীঠ জনতা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা অবিস্মরণীয়। কেননা এই প্রতিষ্ঠানটিকে অনার্স কলেজ পর্যায়ে রূপান্তর তাঁর এক অসাধারণ অবদান। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং সাথে সাথে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

মুহিতুল বারী রহমান
চেয়ারম্যান, সিল-টেক লি.
মেম্বার, বোর্ড অব ট্রাস্টি, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি
পরিচালক, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
ও দাতা সদস্য, গভর্নিং বডি, জনতা মহাবিদ্যালয়।

সম্পাদকীয়

সদ্যপ্রয়াত অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমান আজ এক স্মৃতির দর্পণ। তবে তিনি আজ এক চিরঞ্জীব সত্ত্বা। তাঁকে নিয়েই আমাদের এই স্মরণিকা। স্মরণিকাটি বের করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত' গল্পের একটা উদ্ধৃতি মনে পড়ল। উদ্ধৃতিটি হলো 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।' অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমান সম্পর্কে বলা যায়, 'আখলাকুর রহমান মরিয়া প্রমাণ করিলেন, তিনি মরেন নাই।'

অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমান বেঁচে থাকবেন তাঁর লেখায় ও কীর্তিতে প্রজ্ঞা ও প্রত্যয়ে। বেঁচে থাকবেন তাঁর লেখায় ও কীর্তিতে। আখলাকুর রহমান ছিলেন একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, ছড়াকার এবং রাজনীতিবিদও বটে।

অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমানের জন্ম সুনামগঞ্জ জেলাধীন ছাতক উপজেলার দোলার বাজার ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী মঈনপুর গ্রামে। পিতা মাস্টার আজিজুর রহমান। মাতা মোছা. শামছুন্নাহার। জন্ম ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ খ্রি.। মৃত্যু ০৪ জুন ২০১৯ খ্রি.। তাঁর সম্পর্কে একথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না যে, আখলাকুর রহমান ছিলেন একটা বাতিঘরের একজন নিরলস বাতিওয়ালা।

বলাবাহুল্য যে, স্বল্প সময় ও পরিসরে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিশাল আলোচনা নির্ভুলভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়। এইজন্য স্মরণিকাটি ছোটো পরিসরে বের করতে গিয়ে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েই গেছে। অনেকের লেখা ছাপাতে পারিনি বলে দুঃখিত। আরও স্বীকার করছি 'ছাপাখানার ভূত'-এর আসর এড়াতে পারি নি। আশা করি এসবই পাঠক ক্ষমাসুন্দর হৃদয়ে দৃষ্টি দেবেন।

আমরা মরহুম আখলাকুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

CamScanner

স্মৃতিতে অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমান

ব্যারিস্টার এ.এস.এম. আব্দুর রাজ্জাক
এ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
(হাইকোর্ট এবং আপীল বিভাগ)
ও বিদ্যোৎসাহী সদস্য, গভর্নিং বডি, জনতা মহাবিদ্যালয়।

গত ৪ঠা জুন ২০১৯ তারিখে ৮.০০ ঘটিকায় মঈনপুরের কৃতী সন্তান, জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শিক্ষাবিদ জনাব আখলাকুর রহমান আমেরিকার টেক্সাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীয়ুন।

লন্ডনে অবস্থান কালে ঈদের দিন সকালে দুঃসংবাদটি পাই। তাঁর এ আকস্মিক চলে যাওয়া ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে খুবই বেদনাদায়ক। সিলেটে উচ্চমাধ্যমিক পড়াকালীন সেই ১৯৮৭-৮৮ সাল থেকেই তাঁর সাথে যোগাযোগ। তাঁকে আলাউদ্দীন ভাই বলে ডাকতাম। প্রতিনিয়ত যোগাযোগের মাধ্যমে আলাউদ্দীন ভাই হয়ে উঠেছিলেন আমার এক অতি নিকটজন। মঈনপুর অধিবাসী হিসেবে ঢাকায় আমার চেম্বারে তিনিই সম্ভবত সবচাইতে বেশি এসেছেন। এমনকি এবার ঢাকায় ছেলে বিয়ের বাজার করতে এসে আমার সুপ্রীম কোর্টের চেম্বারেও দেখে গেছেন। কোনো আইন পরামর্শ নিতে নয়, বরং যখনই সময় পেতেন, আমাকে দেখে যেতেন। দেশে হোন কিংবা বিদেশে হোন সবসময় ফোনে যোগাযোগ করতেন। এখন আর আলাউদ্দীন ভাইয়ের কাছ থেকে কোনো ফোন আসবে না, ভাবতেই কষ্ট লাগে। তিনি অর্থনীতির ছাত্র ছিলেন। অর্থনীতিতে অনার্সসহ মাস্টারস ডিগ্রি অর্জনের পর ব্যবসা করেছেন, রাজনীতি করেছেন, প্রতিটি সামাজিক আন্দোলনে বিশেষ করে সিলেট বিভাগ আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এক পর্যায়ে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন। তাঁকে জনতা মহাবিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে দেখেছি। কলেজই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজের সার্বিক বিষয়ে তাঁর ছিল সুস্পষ্ট মতামত যা তাঁর অসংখ্য লেখনীতে উঠে এসেছে। অসুস্থতার মধ্যে এবার দেশে এসে ছেলের বিয়ে দিলেন, আনুষ্ঠানিক ভাবে কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে বিদায় নিলেন এবং তাঁর লেখা বইগুলো প্রকাশ করলেন। বলেছিলাম এবার তাড়াহুড়া না করে পরের বার এসে এই বই গুলো প্রকাশ করেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'কখন কি হয় বলা যায় না, কাজেই শখের কাজটা করেই ফেলি।' আসলেই এবার তাঁর সব কাজ ঘুচিয়ে আমেরিকা গিয়েছিলেন, সেই যাওয়াটাই হয়ে গেল তাঁর চির যাওয়া। আর ফিরে আসা হবে না তাঁর প্রিয় বাংলাদেশে, তাঁর প্রিয় কলেজ প্রাঙ্গণে। তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর কাজের মধ্যে, হাজারও ছাত্রছাত্রীর মধ্যে, বইয়ের পাঠক এবং অসংখ্য গুণগ্রাহীদের মাঝে।

দোয়া করি মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন।

CamScanner

মনমুকুরে এক ঋদ্ধনাম আখলাকুর রহমান

হেলাল আহমদ চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক (বাঙলা)

'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারংবার।

০৪.০৬.২০১৯ খ্রি. আনুমানিক সকাল ০৯ ঘটিকায় আমার এক সহকর্মী রুহুল করিম শিবলু মুঠোফোনে বললেন, 'স্যার, প্রিন্সিপাল স্যার মারা গেছেন।' প্রথমে খবরটা শুনে বিশ্বাস করতে পারিনি। মেনে নিতে পারি নি। তারপরও মেনে নিতে হয়েছে। বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে বলেই। 'জন্মিলে মরিতে হয়'-এটাই বাস্তবতা। এটাই চিরন্তন সত্য। গত ০৩.০৬.২০১৯খ্রি. আমেরিকার টেক্সাসের অস্টিন শহরে (সেখানকার সময়ে) আনুমানিক সন্ধ্যা ০৮ ঘটিকায় জনতা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ জনাব আখলাকুর রহমান ইন্তেকাল করেন।

অধ্যক্ষ জনাব আখলাকুর রহমান ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সুদক্ষ প্রশাসক। শুধু তাই নয়, তিনি একজন কবি, প্রাবন্ধিক, ছড়াকার এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদও বটে। তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর রেখে যাওয়া অসংখ্য গুণগ্রাহী ভক্ত, সহকর্মী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং শিক্ষার্থীর মাঝে। বেঁচে থাকবেন তাঁর অসাধারণ কর্ম আর কীর্তির মধ্য দিয়ে।

বড়ো অসময়ে জনতা মহাবিদ্যালয় পরিবার একজন সুদক্ষ এবং সুপ্রিয় অভিভাবককে হারাল।

'মানুষ মরে গেলে পচে যায়। বেঁচে থাকলে বদলায়। কারণে অকারণে বদলায়।' আখলাকুর রহমান মরে পচে যান নি। তিনি মরে বেঁচে গিয়েছেন। তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে, কীর্তির মাধ্যমে।

বই বের করার সময় তাঁর সাথে আমার অনেক বাক-বিতণ্ডা হয়েছে। আমি বলেছিলাম একটা একটা করে বই বের করার জন্য। কিন্তু তাঁর এক কথা এবং সাফসাফ 'সবগুলো বের করবো এবং একসাথে এখনই।' তিনি বলেছিলেন, 'হেলাল সাব, আমি তো আমেরিকা চলে যাবো। ফিরে এসে আর বের করতে পারবো কি না বুঝতে পারছি না।' এই কথাগুলো আজ আমার কেবলই মনে হচ্ছে যে, আসলেই তিনি কিসের একটা ইংগিত পেয়েছিলেন। লেখক বলেই হয়তো এমন করে তাঁর উত্তর ছিল।

মরহুম আখলাকুর রহমানের মধ্যে আমি দুটি সত্ত্বা দেখেছি। একটি তাঁর ব্যক্তি সত্ত্বা অন্যটি তাঁর লেখক সত্ত্বা। ব্যক্তি আখলাকুর রহমানের ধারণা ছিল তিনি আরও কিছুদিন বাঁচবেন। কিন্তু লেখক আখলাকুর রহমান ঠিকই বুঝে ফেলেছিলেন যে, তাঁর আর সময় নেই। তাই লেখক আখলাকুর রহমানের বই বের করার এত তাড়া! এমনকি তিনি কী অস্থির বই

CamScanner

প্রকাশের জন্য! তার কারণ একটাই। অর্থাৎ 'আমি আর আসছি না ফিরে এই বাংলায়।' আখলাকুর রহমান ছিলেন কোমলে-কঠোরে একজন ব্যক্তি, একটা ব্যক্তিত্ব তথা দক্ষ প্রশাসক। তাঁর দুটি ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। এই দুটি ইন্দ্রিয়কে তিনি যথাযথ ব্যবহার করতে জানতেন। ভালোকে সাদরে গ্রহণ করতেন মন্দটাকে সাফসাফ বর্জন করতেন।

তিনি ছিলেন একজন বঙ্গবন্ধু প্রেমিক এবং ভক্ত। বঙ্গবন্ধুকে তিনি হৃদয় থেকে ভালোবাসতেন। আলাপচারিতায় প্রায়ই আমাকে এরকম একটা কথা বলতেন, 'হেলাল সাব, বঙ্গবন্ধু একটা রাষ্ট্রের প্রতিনাম।'

'জীবনে অনেক কিছুই হতে চেয়েছিলাম
প্রকৃতি আমাকে অনেক দিন ধরে
বাঁচিয় রেখে তার অনেকই দিয়েছে আর
আমিও ছোট ছেলে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছি
তবে আমার উচ্চতা যে আটকে গেল
চৌষট্টি থেকে পয়ষট্টির ভেতরই।'

উপরের কবিতাটি তাঁর 'এ কেমন ভালো থাকা' কাব্যগ্রন্থের 'চাওয়া-পাওয়া' শিরোনামের কবিতা। কবিতাটিতে যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে আমার কাছে তা এক আশ্চর্য কাকতালীয় বিষয়। কেননা চৌষট্টি থেকে পয়ষট্টির কাছাকাছিই তিনি মারা গেলেন। তবে কি লেখক আখলাকুর রহমান সংকেত পেয়ে গিয়েছিলেন চলে যাওয়ার? যা ব্যক্তি আখলাকুর রহমান টেরই পাননি। যদি এটাই সত্য হয়, তবে বলতে হয় যে, তিনি আমাদের মতো অতি সাধারণ মানুষ ছিলেন না।

মনমুকুরে আখলাকুর রহমান আজ এক ঋদ্ধ মানুষের নাম—ঋদ্ধজনের ছবি। ভালো ও সুন্দর এই মানুষটি ওপারে ভালো থাকুন এইই প্রার্থনা।

CamScanner

স্বপ্ন বিলাসী অধ্যক্ষ জনাব আখলাকুর রহমান

মো. আব্দুল হামিদ
সহকারী অধ্যাপক (অর্থনীতি)

'স্বপ্ন দেখো স্বপ্ন আঁকো স্বপ্ন নিয়ে থাকো
সবার ওপরে স্বপ্নটাকেই যত্ন করে রেখো।
স্বপ্ন কাঁদায়, স্বপ্ন হাসায় স্বপ্ন দেখায় আলো
স্বপ্ন দিয়েই মানুষ দেখে তোমার সকল ভালো।" (সংগৃহীত)

হ্যাঁ, বলছি জনতা মহাবিদ্যালয়ের প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ জনাব মো. আখলাকুর রহমান সাহেবের কথা। কর্ম-জীবনের প্রথম দিন (১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৯) থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যে মানুষটি কর্মস্থানে কিংবা ব্যক্তি জীবনে একজন আদর্শ অভিভাবক হিসাবে বিভিন্ন পরামর্শ ও সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, সেই গুণী মানুষটি আজ আমাদের মাঝে নেই ভাবতেই কষ্ট হয়।

জনাব মো. আখলাকুর রহমান ছিলেন একজন স্বপ্ন বিলাসী মানুষ। তাঁর স্বপ্নগুলো আবর্তিত হয়েছে দক্ষিণ ছাতক ও জনতা মহাবিদ্যালয়কে নিয়ে। কলেজ অন্তঃপ্রাণ জনাব আখলাকুর রহমান প্রায় সময়ই আমাদেরকে বলতেন জনতা মহাবিদ্যালয় তাঁর চতুর্থ সন্তান। সন্তানতুল্য এ প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতেন। এই কলেজকে কিভাবে একটি আদর্শ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা যায় সেই চিন্তা ছিল তাঁর নিরন্তর। তিনি স্বপ্ন দেখতেন এ কলেজে একদিন স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু হবে। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁর সুদূর প্রসারি চিন্তা ভাবনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অজপাড়াগাঁয়ে অবস্থিত জনতা মহাবিদ্যালয়ে আজ বিএ, বিএসএস, বিবিএস (পাস) ও বিএসএস (সম্মান) কোর্স চালু হয়েছে। ভবিষ্যতে যা আরও প্রসারিত হবে।

জনাব আখলাকুর রহমান এলাকার জনগণের বেকারত্বের দিক চিন্তা করে কলেজ ক্যাম্পাসে একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। এ লক্ষ্যে তিনি মঈনপুর গ্রামের লন্ডন প্রবাসী জনাব মদরিছ আলীসহ এলাকার বিভিন্ন শ্রেণির পেশার মানুষদেরকে নিয়ে একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন। সময় স্বল্পতায় যা আলোর মুখ দেখেনি।

অধ্যক্ষ জনাব মো. আখলাকুর রহমানের আরও একটি স্বপ্ন ছিল ছাতকের অনগ্রসর দক্ষিণের জনপদ নিয়ে একটি উপজেলা প্রতিষ্ঠা। দক্ষিণ ছাতক উপজেলা বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর তিনিই সর্বপ্রথম এ দাবীর পক্ষে দক্ষিণ ছাতকের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনকে একই প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। শত ব্যস্ততা ও শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও দক্ষিণ ছাতক উপজেলা বাস্তবায়ন কমিটির সফল আন্দোলনে রূপ লাভ করেছে।

CamScanner

অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমান ছিলেন একজন নিখাদ দেশপ্রেমিক। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধকে তিনি তাঁর হৃদয়ে সব সময় লালন করতেন। তাঁর প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে এর পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ জনাব মো. আখলাকুর রহমান শুধু একটি নাম নয়, একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে ছাতক তথা সুনামগঞ্জবাসী একজন বিচক্ষণ, জনহিতৈষী, প্রজ্ঞাবান ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিকে হারালো। আমরা জনতা মহাবিদ্যালয় পরিবার হারালাম আমাদের সুযোগ্য অভিভাবককে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ ছাতকের বাতিঘর জনতা মহাবিদ্যালয় যতদিন থাকবে তাঁর নাম মানুষের হৃদয়ে, ততদিন থাকবে।

আমি এই প্রয়াত গুণী মনীষীর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

CamScanner

একটি বাতিঘর এবং একজন বাতিওয়ালা

মো. রুহুল করিম শিবলু
প্রভাষক (ইংরেজি)

পৃথিবীতে আমরা সবাই ক্ষণস্থায়ী । ক্ষণিকের মেহমান হিসাবে আমাদের এখানে আসা । যার যার নির্ধারিত সময় শেষ হলেই স্থায়ীভাবে পরকালের জগতে চলে যেতে হয় । কিন্তু এ নশ্বর পৃথিবীতে এই অল্প সময়ে কিছু ক্ষণজন্মা মহান ব্যক্তি তাঁদের কর্মগুণে সবার মাঝে অমর ও চিরঞ্জীব হয়ে থাকেন । তাঁদের চলে যাওয়ার পরও তাঁদের তৈরি করা বা রেখে যাওয়া ভালো কাজ থেকে মানুষ ধারাবাহিকভাবে সুফল, উপকার ও কল্যাণ পেতে থাকে। তাঁরা তাঁদের কাজের মধ্যেই চিরকাল বেঁচে থাকেন। এ রকম-ই একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কবি ও প্রাবন্ধিক অধ্যক্ষ জনাব আখলাকুর রহমান, যিনি দক্ষিণ ছাতকে শিক্ষা বিস্তারে ও শিক্ষার উন্নয়নে অত্যন্ত অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ছিলেন দক্ষিণ ছাতকের শিক্ষার বাতিঘর নামে খ্যাত জনতা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সেই ছোট্ট জনতা মহাবিদ্যালয়টি কে তিনি তিলে তিলে অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেধা দিয়ে আজ সুবিশাল জনতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রুপান্তরিত করেছেন।

আমি ২০১২ সালে জনতা মহাবিদ্যালয়ে যোগদান করি। এরপর থেকেই তাঁর সহকর্মী হিসাবে তাঁর সাথে কাজ করি। যখনি তাঁর সাথে বসতাম শুধু কলেজ নিয়ে আলোচনা করতেন । কলেজের কী কী সমস্যা আছে, কিভাবে এগুলোর সমাধান করা যায়, কিভাবে কলেজের উন্নতি করা যায় সারাক্ষণ এ নিয়ে পরিকল্পনা করতেন। সবসময় কলেজকে নিয়ে সুদূর প্রসারী চিন্তা করতেন। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতায় কলেজে সুবিশাল একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় । এরপর তাঁর পরিকল্পনায় ছিল কলেজে একটি আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা এবং তিনি যখন ইংল্যান্ড সফরে গেলেন তখন সেখানে জনতা মহাবিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটির সাথে আইসিটি ল্যাবের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন এবং কলেজে একটি আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অবশেষে সবার সম্মতি ও সহযোগিতায় জনতা মহাবিদ্যালয়ে চমৎকার একটি আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করলেন।

এখানেই শেষ নয়, আমার মাধ্যমে www.janatacollegemoinpur.com নামে একটি ওয়েব সাইট খোলেন এবং তিনি নেটিজেন আইটি লি. এর সাথে চুক্তি করে কলেজের একাডেমিক বিভিন্ন কর্মকান্ডগুলো অনলাইন ভিত্তিক করে জনতা মহাবিদ্যালয়কে সুনামগঞ্জ জেলার প্রথম ডিজিটাল ক্যাম্পাসে রূপান্তরিত করেন। যদিও তিনি চাকরি থেকে সদ্য অবসর নিয়েছিলেন তারপরও জনতা মহাবিদ্যালয়কে নিয়ে অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমানের ভবিষ্যত পরিকল্পনা ছিল অনেক।

তিনি বলেছিলেন "চাকরির বয়স আমার শেষ হয়েছে কিন্তু কলেজের সাথে আমার সম্পর্ক শেষ হয়নি। যতদিন জীবিত থাকব আপনাদের সাথে এবং কলেজের সাথে আমার সম্পর্ক থাকবে। দূর থেকে পরামর্শ ও সহযোগিতা করে যাবো ।" কিন্তু বিগত ৩ জুন ২০১৯খ্রি. হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী, সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীকে কাঁদিয়ে পরলোক গমন করেন। চিরতরে নিভে গেল সিলেটের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। আমরা জনতা মহাবিদ্যালয় পরিবার হারালাম একজন দক্ষ অভিভাবক । দক্ষিণ ছাতকের মানুষ হারালেন একজন গুণী ব্যক্তিকে । পরিশেষে আমি স্যারের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি, এবং মহান রাব্বুল আলামিন যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন । আমিন ।

CamScanner

অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমান: উজানে গুণ টানা সেলুলয়েড মাঝি

মো. জসিম উদ্দিন
প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

অধ্যক্ষ আখলাক। একটি আলোকিত নাম। বাংলাদেশের বুকজুড়ে নদীর বুকে উপচেপড়া জলরাশির মতোই তাঁর আলোর ফল্গুধারা। তিনি ছিলেন একাধারে একজন শিক্ষক, কবি ও প্রাবন্ধিক। আমার কাছে তিনি যতটুকু না লেখক তার চেয়েও শতগুণে বড় সত্যকথনে অভীক, দ্রোহে অকুণ্ঠ, যুক্তিতে নিষ্ঠ, সৃজনশীলতায় অগ্রণী একজন বিবেকবান মানুষ হিসেবে। তিনি ছিলেন শিক্ষক, তিনি ছিলেন গুরু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন- "গায়ের জোরে আর যাই হওয়া যাক কেন, গুরু হওয়া যায় না।' সত্যিকারের পরশ পাথরের মতোই ছিল তাঁর ভূমিকা। তাঁর স্পর্শে বদলে গেছে অনেককিছু। যাদুর সোনার কাঠি রুপার কাঠির স্পর্শ দিয়ে জন্মমাটিকে করেছেন আলোকিত। পৃথিবীতে কেউ সাজে, কেউ সাজায়। তিনি সেই মানুষদের একজন যারা সাজায়, নতুন স্বপ্ন দেখে এবং তা বাস্তবায়ন করে- যাদের অবদানে ঋদ্ধ হয় মানুষ, এগিয়ে যায় সমাজ ও সভ্যতা। অন্ধকারকে আলোকিত, অসুন্দরকে সুন্দর, শূন্যতাকে যেন পরিপূর্ণতা দিয়ে গেলেন অধ্যক্ষ আখলাক। এসব কারণেই তিনি অনন্য অসাধারণ।

জনতা মহাবিদ্যালয় বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সমমান একটি প্রতিষ্ঠান। যা আখলাকুর রহমান নামক পরশ পাথরের স্পর্শেই হয়েছে। তাঁর স্বপ্নের কথা শুনেছি তাঁরই দীর্ঘদিনের সহকর্মীদের কাছে। শুনেছি তিনি যখন তাঁর সহকর্মীদের বলতেন, একদিন এই জনতা মহাবিদ্যালয় হবে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। তা শুনে তাঁর সহকর্মীরা মুখ লুকিয়ে হাসতেন। আর হাসবেনই না বা কেন! এমন অজপাড়াগাঁয়ে কেমন করে সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয় সমমান প্রতিষ্ঠান গড়া! কিন্তু এমন কাজটি করতে সক্ষম হয়েছেন প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ আমাদের অহংকার অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমান।

অধ্যক্ষ আখলাক ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার দোলারবাজার ইউনিয়নের মঈনপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মাস্টার আজিজুর রহমান এবং মায়ের নাম মোছা: শামসুন্নাহার। তাঁরা উভয়ই শিক্ষকতার মহান পেশায় সম্পৃক্ত ছিলেন। শামসুন্নাহার তৎকালীন সময়ে সরকার অনুমোদিত মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে পাঠদান করেন।
মঈনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অধ্যক্ষ আখলাকের পড়ালেখার শুরু। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে মঈনপুর হাই স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে এস.এস.সি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে অংশ নিয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ এম.সি. কলেজ, সিলেট থেকে এইচ.এস.সি পরীক্ষায়ও বিজ্ঞান বিভাগে কৃতিত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। একই কলেজ থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে অর্থনীতিতে অনার্স এবং ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে একই বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি রাজনীতি, সামাজিক আন্দোলন, ব্যবসা বাণিজ্য এবং

সমসাময়িক বিষয়াবলী নিয়ে লেখালেখি করে সময় অতিবাহিত করেন। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে নাছিমা রহমানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মহৎপ্রাণ এই দম্পতি দুটি মেয়ে ও একটি ছেলের গর্বিত মা বাবা। বড় মেয়ে ডা. ফাতেহা রেজওয়ানা সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত। ছোট মেয়ে ডা. ফারেহা রেজওয়ানা সপরিবারে আমেরিকায় বসবাস করেন। সেখানে United state of Medical Licensing Examination (USMLE) এর জন্য অধ্যয়ন করছেন। একমাত্র ছেলে নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার মো. সিদ্দিকুর রহমান ভাই বোনদের মধ্যে সবার ছোট। তিনি লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি থেকে টেলিকমিউনিকেশনে অনার্স এবং একই ইউনিভার্সিটি থেকে নেটওয়ার্ক সিস্টেমে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকার ExtremeMD Health Care কোম্পানিতে নেটওয়ার্ক এডমিনেস্ট্রেটর হিসেবে কর্মরত।

অধ্যক্ষ আখলাক ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ (বাকশাল) থেকে আট দলীয় জোটের অন্যতম প্রার্থী ছিলেন। এছাড়া তিনি সিলেটস্থ ছাতক এবং সুনামগঞ্জ সমিতির অন্যতম উদ্যোক্তা। ছাতক সমিতির পর্যায়ক্রমে তিনবারের নির্বাচিত সভাপতি এবং সুনামগঞ্জ সমিতির উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে সিলেট বিভাগ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেট বিভাগ বাস্তবায়ন হয়। একই বছরের শেষার্ধে মঈনপুর এলাকাবাসীর অনুরোধক্রমে ঐতিহ্যবাহী জনতা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন।
অধ্যক্ষ আখলাক তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও বাস্তব প্রেক্ষাপটে এরই মধ্যে বেশ কিছু বই রচনা করেছেন। গত ১২ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি. সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সপরিবারে উপস্থিত থেকেই বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিকর্মীসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন নিয়ে তাঁর নিজের লেখা ৩৩ টি বইয়ের এক গুচ্ছ প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ৩৩ টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করে অধ্যক্ষ আখলাক কবি ও প্রাবন্ধিক হিসেবে নিজের নতুন পরিচয়ের আত্মপ্রকাশ ঘটান।

একটা মানুষ তাঁর কাজের ভেতরে লুকিয়ে রাখে আরেকটা আলোকিত মানুষ, যেই আলো দিয়ে তাঁরা আলোকিত করে পিছিয়ে থাকা সমাজ ও মানুষের জীবন। যে মানুষ দেশ, জাতি, সমাজ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মুক্তির জন্য তার ভিতরে লুকিয়ে থাকা আলোকিত মানুষকে খাটাতে পারে, সেই তো হয় যুগে যুগে, কালে কালে অনন্য অসাধারণ। আড়ালে আবডালে থাকা অধ্যক্ষ আখলাকও ছিলেন এমনই একজন অসাধারণ মানুষ। তিনি আর আমাদের মাঝে নেই। মানুষ গড়ার এই কারিগর গত ৪ জুন, ২০১৯ খ্রি. আমেরিকার টেক্সাস রাজ্যে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আমরা এক নক্ষত্রকে হারালাম। তিনি প্রায় বলতেন জনতা মহাবিদ্যালয় আমার সন্তানতুল্য। সেই জনতা মহাবিদ্যালয় হারালো তার পিতৃতুল্য অভিভাবককে। অধ্যক্ষ আখলাক আর আসবেন না জনতা মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গনে। তবে তিনি অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে। মেনে নিতে কষ্ট হলেও প্রতিনিয়ত আমরা বাস্তবতার কাছে হেরে যাই! অসময়ে অধ্যক্ষ আখলাককে হারিয়েও আমরা বাস্তবতার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণে বাধ্য হলাম! কারণ সবাইকে যে মৃত্যুর স্বাদ নিতেই হবে। সর্বস্রষ্টা ও সর্বদ্রষ্টা মহান আল্লাহর কাছে তাঁর বিদেহী অত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

CamScanner

স্মৃতি বিস্মৃতির ছায়ায় অধ্যক্ষ আখলাক

মো. হাবিবুর রহমান
প্রদর্শক (আইসিটি)

শুরুতেই বলে রাখি অধ্যক্ষ আখলাক একজন ব্যক্তি নয় একটি প্রতিষ্ঠানের নাম। তাঁর সম্পর্কে লেখতে প্রথমেই তাঁর লিখিত কবিতার দুটি পংতির কথা মনে পড়ে গেল যার ভাবার্থ হলো মানুষের এত কর্ম এত কীর্তি এত সাধনা ও সৃষ্টি এত ভালবাসা, অনুরাগ কি মৃত্যুতে তার পরিসমাপ্তি? না, মৃত্যুতে একজন কীর্তিমানের কীর্তি তাঁর আসল সমাপ্তি হতে পারেনা যে, এত আপনিই তার উদাহরণ, যেহেতু আপনাকে নিয়ে আপনার কর্মকে নিয়ে আজ আমরা স্মৃতিচারণ করছি। তাইতো বলি কীর্তিমানের মৃত্যু নেই।

অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমানের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৯৯ সালে একটি বই প্রকাশনা অনুষ্ঠানে, দক্ষিণ ছাতক সাহিত্য সংসদ নামে একটি সাহিত্যপরিষদ ছিল, সেই পরিষদের আমিও একজন সদস্য ছিলাম। সেই সময় তরুণ সাংবাদিক মুকিত রহমানির সম্পাদনায় 'বটেরখালের তটে' নামে একটি বই আমরা বের করেছিলাম সেই বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে স্যার ছিলেন বিশেষ অতিথি। সিংচাপইড় আলিয়া মাদ্রাসায় আয়োজিত প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমান শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে বলেছিলেন, 'শিক্ষাই অগ্রগতির সোপান। শিক্ষা ছাড়া মানুষ মানুষ হয়না। নিজের ও জাতির উন্নয়নের জন্য শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। তাই শিক্ষার প্রসারের জন্য এলাকার ছেলে মেয়েদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য আমরা নিরলস পরিশ্রম করে শিক্ষার বাতিঘর জনতা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছি, আপনাদের সহযোগিতা চাই।' সেই দিনের বক্তব্য আজও কানে ভেসে ওঠে। সেই দিন তাঁর বক্তব্য শুনে বুঝেছিলাম তিনি একজন অনলবর্ষি বক্তা ও পণ্ডিত ব্যক্তি বটে। অনুষ্ঠান শেষে তাঁর সাথে বিশেষ ভাবে পরিচিত হই। আমি সিংচাপইড় মাদ্রাসার শিক্ষক হিসাবে পরিচয় দিতেই তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীর অনেক দেশে শিক্ষকতা প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পেশা বলে স্বীকৃত। সেই দিন তাঁর এই কথা গুলো শিক্ষকতার পেশায় আমার মনোবল যেন আরও বাড়িয়ে দিলো। যার ফলে মনে হয় আজ পর্যন্ত এ পেশাতেই রয়ে গেলাম।

২০০২ সালে অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমানের স্বাক্ষরিত এক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে চাহিদা পদের প্রার্থী হয়ে আমি একটি আবেদন পত্র হাতে নিয়ে জনতা মহাবিদ্যালয়ে ২য় বারের মতো সাক্ষাত করতে তাঁর কাছে গেলাম। হাস্যোজ্জ্বল মুখে সালামের জবাব দিয়ে আবেদন পত্রটি রাখলেন এবং বললেন, 'হাবিব সাব কলেজের ছাত্র সংখ্যা কম, আপনি যেহেতু সদুখালীর অর্থাৎ এলাকার কিছু ছাত্র ভর্তি করার চেষ্টা করবেন আর চাকরী প্রার্থী হিসাবে নিয়োগ সাক্ষাতকার বোর্ডে উপস্থিত থাকবেন।' অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমানের সেদিনের কথা গুলো আমার হুবহু মনে আছে। কারণ আমি ভেবেছিলাম কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কোন্ ভাব ধরে থাকেন। সময়ই বা কতটুকু দিবেন, এ আমার ধারণা ছিল। না, তবে দেখা গেল অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমান ছিলেন একজন নিরহংকারী ও ব্যাক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ।

২০০২ সালের জুলাই মাসে যথারীতি নিয়োগ নিয়ে তাঁর একজন সহকর্মী হিসাবে কলেজে আসলাম। আসা যাওয়ার পথে প্রায়ই একসাথে আলাপ আলোচনা হতো। আলোচনার বিষয় ছিল, কীভাবে কলেজের উন্নয়ন ও দক্ষিণ ছাতকে শিক্ষার প্রসার করা যায়। শিক্ষার প্রতি যে

CamScanner

তাঁর অদম্য স্পৃহা ছিল তা বোঝা যেত যখন তিনি মাঝে মধ্যে দ্বাদশ শ্রেণির ইংরেজি বিষয়ে পাঠদান করতেন। দীর্ঘ ৪৫ মিনিটের ক্লাসে এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা চলে যেত তবু যেন তার তৃপ্তি হতনা। পড়াতে তাঁর এত ভালো লাগত। শিক্ষক, শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ভালোবাসা তাঁর স্বপ্ন ছিল। আর হবে না কেন তাঁর পিতামাতাও যে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের যোগ্য সন্তান আখলাকুর রহমান লেখাপড়া শেষ করে প্রথমে ব্যবসা-বাণিজ্য করলেও পরে চলে আসেন শিক্ষকতার মহান পেশায়। তাঁরই চেষ্ঠা ও সাধনায় এলাকার কিছু গুণগ্রাহী নিয়ে ১৯৯৪ সালে মঈনপুর গ্রামে জনতা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। পর্যায়ক্রমে ২০১১-১২ সেশনে অত্র কলেজকে তিনি ডিগ্রি কলেজে উন্নীত করার প্রয়াস ব্যক্ত করে বলেছিলেন, 'আপনারা ছাত্র নিয়ে ভাববেন না। উপযুক্ত ব্যবস্থা করে রাখেন মৌ থাকলে মৌমাছিরা আসবে।' তাঁর একথাটি সত্যি হলো কেননা এখন আর ডিগ্রি শ্রেণিতে ছাত্রসংকট নেই।

এমনকি ২০১৮-১৯ সেশনে তাঁরই চেষ্ঠায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অনার্স খোলা হয়। প্রথম বৎসরই পঞ্চাশটি আসনের বিপরীতে উনপঞ্চাশজন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়।

অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমান সহ কিছু গুণীজনের পরিশ্রমের ফসল আজকের এই জনতা কলেজ ছাতকের জনগণের জন্য এক ঐতিহ্যবাহী নিয়ামক। তিনি ছিলেন উপযুক্ত অভিভাবক। তাঁর নিজের তিন সন্তানের মধ্যে দুইজন ডাক্তার, একজন আই টি-ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আমরা তাদেরও সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

বাস্তব নিরিখে বলতে পারি, তিনি একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজকর্মে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারী অফিসে যেতেন। সাথে প্রায়ই আমি থাকতাম। তখন দেখতাম আমলাদের সাথে নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে তাঁর ভূমিকা ছিল আপোষহীন। কিছু দিন আগে ছাতক সমিতি কর্তৃক আয়োজিত মরহুমের শোক সভায় অধ্যক্ষ সুজাত আলী রফিক তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একথাটিও বলেছিলেন।

সমাজকর্ম বিবেচনায় তাঁকে একজন স্বচ্ছ সমাজকর্মী বলা যায়। সিলেট বিভাগ আন্দেলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে অধিকার বঞ্চিত মানুষের পক্ষে তাঁকে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়। বিশেষ করে তাঁর জীবনের শেষ সামাজিক আন্দেলন, দক্ষিণ ছাতক উপজেলা বাস্তবায়নের জন্য আহ্বায়ক হয়ে যে নিঃস্বার্থ নেতৃত্বদান করেছিলেন, তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ তাঁর নেতৃত্ব ছিল গায়ের জোরে নয়, টাকার জোরেও নয়। আদর্শের জোরে তিনি ছিলেন একজন বর্ষিয়ান নেতা।
লেখালেখিতে, সাহিত্য গবেষণায়, কবিতা রচনায় তাঁর যে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তা আমরা একটু একটু বুঝলেও গত ১২ এপ্রিল ২০১৯খ্রি. সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে তাঁর একগুচ্ছ গ্রন্থাবলি প্রকাশনা অনুষ্ঠান তাঁর স্বাক্ষী হয়ে থাকবে ভবিষ্যৎ ইতিহাসে। কথার কথা বলে রাখি সামাজিক মিডিয়াতে তাঁর যে দখল ছিল তা বর্তমান প্রজন্মের দক্ষ ব্যক্তিকেও হার মানায়। জনতা কলেজ ক্যাম্পাসকে ডিজিটাল ক্যাম্পাস করায় তাঁর চেষ্টা অব্যাহত ছিল।

সবশেষে দু'টি কথা বলে লেখার যবনিকাপাত টানতে চাই, তাঁর কোমল ব্যবহার ও আদর্শিক উপদেশ আমাদের অনুসরণ করা উচিত। আর তিনি যে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন তাঁর ধারাবাহিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বলে গেছে কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি। যেমন-

CamScanner

১৯ জুলাই ২০১৮খ্রি. যুক্তরাজ্যের অস্টিন টেক্সাস থেকে সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে যে উপদেশপূর্ণ দিক-নির্দেশনামূলক বার্তা প্রেরণ।

১২ জুলাই ২০১৯খ্রি. অল্প সময়ে তাড়াহুড়া করে তাঁর লিখিত রচনাবলী প্রকাশ করা। কলেজের শেষ কার্যদিবসে তাঁর কার্যাবলী ও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়া এগুলো প্রমাণ করে যে, তিনি জীবিত আখলাকুর রহমান থেকে মরহুম আখলাকুর রহমান হয়ে যাবেন, তাঁরই ইঙ্গিত।
এ পৃথিবীতে কোনো মানুষেরই চিরদিন বেঁচে থাকার অধিকার নেই। চলে যেতে হবে সবাইকে, কেউ একটু আগে কেউ বা একটু পরে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ.

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

إِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ.

আয়াতগুলোর অর্থ হলো-'প্রত্যেক প্রাণীর জন্য মৃত্যু অবধারিত। যথাসময়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে সবাইকে। এক সেকেন্ড আগেও না পরেও না।'
কিন্তু গুণীজনের চলে যাওয়া যেন বিরাট এক অপূর্ণতা রেখে যাওয়া। অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমানের চলে যাওয়া জনতা কলেজ তথা ছাতকবাসীর উন্নয়নের রূপকল্পে যেন এক আলোকবর্তিকা নিভে গেল।
তাঁর এ শূন্যতা পূরণ হবার নয়।

পরিশেষে তাঁর মতো আরও যারা চলে গেছেন না ফেরার দেশে বিশেষ করে মরহুম হাজী আফরুজ মিয়া, আব্দুল মুনিম মাসুক মিয়া, একরাম উদ্দিন আহমেদ, ছাইম উল্লাহ, আলাউদিন ও সহকর্মী শামীম আহমদ সহ সবার রূহের মাগফিরাত কামনা করি।
আর সদ্যপ্রয়াত অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমান আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন স্মৃতি বিস্মৃতির ছায়ায় মরহুম আখলাকুর রহমান হয়ে।

তাঁকে আল্লাহ জান্নাতবাসী করুন। আমীন।

CamScanner

প্রয়াত অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমানের আত্মজ ও আত্মজাদ্বয়ের কথা

My Beloved Father

Dr. Fateha Rezwana prima.

Abba thirty days passed I did not see you but it feels like thousands. I never thought one of my biggest nightmares would become true. Little did you know and little did I tell that how much you mean to us and how much we need you. When I saw your face after you'd gone felt like someone took out my heart stabbed it and put it back and now I am living with that. I am sorry for not being able to do anything for you. But know that I was, I am and I will be there for you always. I will seek for your forgiveness and make duas till my last day or until Allah (swt) grant you jannatul ferdous, whichever is later.

আমার বাবা

ডা. ফারেহা রেজওয়ানা তমা
অস্টিন, টেক্সাস।

যখন আমার বাবা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন, আমার মনে হয়েছিল আমার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ শেষ হতে যাচ্ছে, কারণ আমি জানি আমি আমার বাবাকে আর দেখতে পারব না। এখন আমার জীবন কখনোই আর আগের মতো হবেনা। আমি আর কখনো কাউকে "আব্বা" বলে ডাকতে পারবো না। প্রকৃতির এই কঠিন নিয়ম মেনে নেওয়া যে এতোই কষ্টের, সম্ভবত যারা বাবা হারিয়েছেন একমাত্র তারাই কেবল বুঝতে পারবেন।
মো. আখলাকুর রহমান এটি শুধু একটি নাম নয়, এই নামের সাথে জড়িত আছেন একজন অধ্যক্ষ, শিক্ষাবিদ, কবি, প্রাবন্ধিক, রাজনীতিবিদ এবং সর্বোপরি একজন সফল সন্তান, স্বামী এবং পিতা। আমার বাবা তাঁর জীবনের প্রতিটি অংশেই জয়ী হয়েছিলেন। এই জয় কেবলই ভাগ্যক্রমে আসেনি, বরং এর পিছনে ছিলো তাঁর কঠোর পরিশ্রম, মেধা, আপ্রাণ চেষ্ঠা, অগাধ ভালোবাসা এবং সততা।
আমার বাবা অত্যন্ত জ্ঞানী একজন ব্যক্তি ছিলেন। ৬১ বছর বয়সে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, স্মৃতিশক্তি ও উদ্দীপনা দেখে আমি খুবই অবাক হতাম। তিনি ছিলেন আমাদের পরিবারের সবচেয়ে মেধাবী ব্যক্তি যাঁর কাছে সকল প্রশ্নের উত্তর ছিলো। কারণ তিনি ছিলেন অনেক

জ্ঞানসম্পন্ন। শুধু পরিবারের লোকজন নয়, বরং তাঁকে যারা চিনতেন, জানতেন তারা সবাই তাঁর কাছ থেকে সবসময় উপদেশ নিতেন, এমনকি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তিনি কখনোই কাউকে সাহায্য করতে দ্বিধাবোধ করতেন না।

আমার মনে আছে, ২০১৪ তে যখন তিনি হার্টের বাইপাস সার্জারির জন্য অপারেশন থিয়েটারে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন পাশের বিছানার একজন রোগীকে সাহস দিচ্ছিলেন, তিনিও কিনা তাঁর মতো একজন সার্জারির রোগী ছিলেন।

আমার বাবা কখনো মৃত্যুকে ভয় পেতেন না। তাঁর জীবনের প্রতিটি সময়কে কাজে লাগাতেন। জীবনের প্রতিটি দিনকে শেষ দিন হিসেবে বিবেচনা করতেন।

আমার বাবাকে বাইরে থেকে দেখে অনেক সুস্থ মনে হলেও তিনি ছিলেন অনেক অসুস্থ। একজন Severe heart failure এর রোগী হিসেবে তাঁর এতো পরিশ্রম করা মানা ছিলো যা তিনি কখনোই মানতেন না। তাই তো শেষ সময়গুলোতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে লিখতেন, হয়তো তাঁর কষ্ট হতো কিন্তু কাউকে বুঝতে দিতেন না।

জনতা মহাবিদ্যালয় ছিলো আমার বাবার প্রাণের অংশ। আমরা প্রায়ই মজা করে বলতাম এটা তো আমাদের আব্বার চতুর্থ সন্তান। তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে অনেক ভালোবসতেন। তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের আজকের সফলতার পিছনে তাঁর অবদান অপরিমেয়।

আমার বাবার মহৎ উদ্যোগ এবং সৎ কাজের মাধ্যমে তিনি সকলের মধ্যে বেঁচে থাকবেন দীর্ঘকাল। সবাই আমার বাবার জন্য দোয়া করবেন।

"Like father, Like Son"

মো. সিদ্দিকুর রহমান

আমি মো: সিদ্দিকুর রহমান, মো: আখলাকুর রহমানের একমাত্র ছেলে। আমি নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করি যে আব্বার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আমি আব্বার সাথে ছিলাম এবং আমি নিজ হাতে নিজের বাবাকে কবর স্থানে রেখে আসতে পেরেছি। আব্বাকে নিয়ে সংক্ষেপে লেখে শেষ করা যাবে না। আব্বাকে সারা জীবন একজন সৎ, মেধাবী এবং পরিশ্রমী মানুষ হিসেবে দেখেছি, যিনি ব্যক্তি এবং কর্মজীবনে শিক্ষাকে অনেক মূল্য দিয়ে গেছেন।

আমাদের পরিবারে, আমরা ভাই-বোনদের জীবনে সবসময়ই শিখবার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ছিল-যার প্রধান অবদান আব্বার। বড় ছেলে/বড় ভাই হিসেবে আব্বা ছিলেন নিজ পরিবারের অভিভাবক। ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সহ সবাইকে আব্বাকে খুব সম্মান করতেন, বিপদে-আপদে সবসময়ই আব্বার পরামর্শ নিতেন। অন্যের সাফল্যে সবসময়ই আব্বাকে এগিয়ে যেতে দেখেছি।

জনতা মহাবিদ্যালয় আব্বার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে জনতা মহাবিদ্যালয়ের জন্য আব্বা আজীবন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন। জনতা মহাবিদ্যালয় ছিল আব্বার গর্ব। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং এর সাথে জড়িত সবাই ছিলেন আব্বার আপনজন। জীবনের শেষপ্রান্তে আব্বা যখন প্রবাসে

CamScanner

আসেন, তখন তিনি প্রবন্ধ এবং কবিতা লেখা শুরু করেন।
প্রায় গত দুই বছর যাবত তিনি প্রতিদিন প্রায় ১০-১২ ঘণ্টা লেখালেখির পিছনে সময় দেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও তাঁর মনোযোগ এবং পরিশ্রম দেখে আমরা সত্যিই সবাই অবাক হতাম। গত ১২ এপ্রিল আব্বার ৩৩টা বই প্রকাশিত হয়।
যা তাঁর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং মেধার প্রয়াস আব্বার শূন্যতা কখনোই পূর্ণ হবার নয়। যারা এই লেখাটা পড়বেন, সবার কাছে এটাই আবেদন যে, সবাই যেন আব্বার জন্য সবসময় দোয়া করেন। ইংরেজী একটা কথা আছে "Like father, Like Son" আমার এটাই স্বপ্ন যে, একদিন লোকে আমাকেও দেখে বলবে, "Like father, Like Son"।

মঈনপুর জনতা মহাবিদ্যালয়ের সম্মানিত অধ্যক্ষ জনাব আখলাকুর রহমান স্যারের মৃত্যুতে আমরা শোকাহত

হাসিনা আক্তার
দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান বিভাগ)

মানুষ মরণশীল। এই নশ্বর পৃথিবীতে কেউ চিরদিন বেঁচে থাকে না। ঐশ্বর্য্যের প্রাচীর ভেদ করে একদিন সবাইকে চলে যেতে হবে পরলোকে। স্রষ্টার এই চিরন্তন নিয়ম ছেদ করার শক্তি বা সাহস পৃথিবীর কারও নেই। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে আজ অবধি প্রত্যেক মানুষ তার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে আসছে। প্রত্যেকে রেখে গেছে তার সঠিক ইতিহাস, যা পরবর্তীতে প্রজন্মের জন্য জানার আগ্রহের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। মানুষের চাওয়া-পাওয়া আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই।

সবাই বাঁচতে চায়, এই সুন্দর ধরাধামে। জীবনকে করতে চায় আলোকিত। কিন্তু সেই কামনা-বাসনা কি সবাই পূরণ করতে পারে? কেউ বা আগে, কেউবা পরে কিংবা সময়ের ব্যবধানে সবাইকে বিদায় নিতে হবে মায়াময় পৃথিবী থেকে। স্রষ্টার এই চিরন্তন সত্য নিয়ম থেকে রেহাই পাননি আমাদের আখলাকুর রহমান স্যারও। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু আমাদের সবাইকে করেছে গভীরভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত। আখলাকুর রহমান স্যারের স্মৃতিচারণ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। জনতা মহাবিদ্যালয়ের কল্যাণ ও উন্নয়নে তাঁর সারা জীবনের এই মহান ত্যাগের কথা ইতিহাস হয়ে থাকবে আমাদের মাঝে। আমরা যারা জনতা মহাবিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় নিয়োজিত আছি সবাই তাঁর স্মৃতিতে জানাই গভীর সমবেদনা।

মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। মহান প্রভু যেন স্যারকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করেন। আমিন।

CamScanner

তুমি শুধু তুমি

রফিকুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক (দর্শন)

কে বলে নাই তুমি?
কে বলে পর?
তুমি দৃষ্টির অগোচর।

সুবিশাল অট্টালিকায় তুমি
সবুজ চত্বরে তুমি
সূর্যোদয়ে তুমি
ঝলমল শিশির বিন্দু

একুশের চেতনায় তুমি
দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে
ঝমকালো আয়োজন
জাতীয় পতাকা হাতে তুমি।
তুমি শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে
পুষ্প স্তবক অপর্ণ কালে
হাজারো শিষ্যের ভিড়ে
সেতো তুমি।

সুদীর্ঘ রচনায় তুমি
সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তুমি
তুমি কবিতার ছন্দ তালে
ঐ সম্মুখের বাগানের
প্রতিটি ফুলে ফুলে।

ঘটে যা টুকিটাকি
কাকে সম্মুখে রাখি
জাফলং, মাধবকুণ্ড দেখি
ধুলায় ধূসর।

কে বলে নাই তুমি?
কে বলে পর?
তুমি দৃষ্টির অগোচর।

তুমি নেই, তবু আছো

সুজিত কুমার দেব
সহকারী অধ্যাপক (আইসিটি)

তোমাকে তুমি-ই বলি,
ক্ষমা করো, এ ধৃষ্টতা নয় আমার
এ সম্বোধন, হৃদয়ের গভীর থেকে উথলে ওঠা
অপার শ্রদ্ধা, আপনবোধ ও ভালবাসার।

তুমি নেই এ সত্য মেনে নিতে বড় কষ্ট হয়
তুমি আছো, মিশে আছো
তোমার পৈতৃক ভিটায়
অজস্র লেখনী আর
জনতা কলেজের ইট পাথরের গায়।

তুমি মানুষ তাই,
ঠিক ভুলের উর্ধ্বে থাকার কথা ছিলনা তোমার
সে বিচার করবেন তিনি,
অসীম মহাবিশ্বে একচ্ছত্র আধিপত্য যার।

আমিও মানুষ তাই,
তুমি বেঁচে থাকতে করিনি তোমার গুণগান
হারিয়ে বুঝলাম কি হারিয়েছি,
তোমার কীর্তি ছিল কত মহান।

আজ তুমি শুয়ে আছো,
তোমার প্রখর মেধা-প্রতিভা-প্রজ্ঞা নিয়ে
সুদূর অস্টিনের কোনো এক সমাধিতে অন্তিম নিদ্রায়
পার্থিব সুখ-দুঃখ, রাগ-অভিমান,
ভালবাসা-ঘৃণার উর্ধ্বসীমায়।

আফসোস, বড় আফসোস
এর কোনটাই দিতে পারিনি জীবিত তোমায়
তাইতো আজ তোমাকে খোঁজে ফিরি,
হে অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমান
জনতা কলেজের প্রতিটি কোণে,
ক্যাম্পাসের সবুজ ঘাস, ধুলিকণায়।

CamScanner

আখলাকুর রহমান স্যারের স্মরণে

স্যারের উক্তি

ছাবিনা বেগম (দ্বাদশ শ্রেণি)

মৃত্যু আমায় ধরে নিল
দেয়নি ভবে রইতে।
মনে আরও ইচেছ ছিল
করব সমাজ উন্নয়ন,
দীন দুঃখীর করতে সেবা
বিলিয়ে দেব দেহ-মন।
বন্ধু বান্ধব কতই ছিল
হয়নি সবার দেখা,
বিদায় নিতে পারিনি হায়
কবরেতে শুয়ে আছি একা।
চলার পথে কত জনার
দুঃখ দিয়েছি মনে,
মাফ করে দিও আমায়
একটু রাখবে স্মরণে।

স্যার, কেমন আছেন

রাকিবা আক্তার পপি (দ্বাদশ শ্রেণি)

স্যার তুমি একবার
একটি দিনের জন্য
দেখা যদি দিতে আমায়
জীবন হতো ধন্য।
স্যার তুমি চলে গেলে
আমাদেরকে ফাঁকি দিয়ে
কী এখন করছো তুমি
আছো কি স্যার সুখে?
চলে গেলে হঠাৎ করে
চির সুন্দর ঠিকানায়
কেমন আছো স্যার তুমি
ছোট্ট মাটির বাসায় ।

CamScanner